সংবাদ

তারিখ ০৫ এপ্রিল 2013
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

তিন শিক্ষক দিয়ে চলছে তালোড়া সরকারি কলেজ

প্রতিনিধি, দুপচাঁচিয়া (বগুড়া)

বগুড়ার দুপচাঁচিয়া উপজেলার তালোড়া পৌর এলাকার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সরকারি শাহ এয়তেবারিয়া কলেজ। শুরু থেকেই এ কলেজের শিক্ষার মান ভালো হওয়ায় ফলাফলেও সাফল্যের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছে এ কলেজটি। ১৯৭০ সালে ইন্টারমিডিয়েট এ কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হলেও এরশাদ সরকারের শাসনামলে তালোড়ার কৃতী সন্তান তৎকালীন পাট প্রতিমন্ত্রী এবিএম শাহজাহানের একান্ত প্রচেষ্টায় এটি ১৯৮৮ সালে সরকারিকরণ করা হয়। কিন্তু বর্তমানে এ কলেজটিতে শিক্ষক সংকটের কারণে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। ঐ কলেজে ১২টি বিষয় রয়েছে। এর বিপরীতে শিক্ষকের পদ রয়েছে ১৩টি। কিন্তু প্রায় ২ বছর ধরে ৭ জন শিক্ষকের পদ শূন্য হয়ে পড়ে রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ বেশ কয়েকবার আবেদন করেও শূন্য পদে এখানে কোন শিক্ষক পায়নি। বাকি ৬ জন শিক্ষক দিয়ে চলছিল কলেজের শিক্ষা দান। তার মধ্যে গত মাসে রসায়ন ও ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন এবং বাংলা বিষয়ের একজন শিক্ষক (ম্যাডাম) মাতৃত্বকালীন ছুটিতে রয়েছেন। এছাড়া গণিত, পদার্থ, জীববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষক ছাড়াও ৩ জন প্রদর্শকসহ শরীরচর্চা শিক্ষক, গ্রন্থাগারিক ও হিসাবরক্ষক পদের লোকবল দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। শিক্ষক সংকটের দরুণ শিক্ষার্থীরাও চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। এ নিয়ে কথা হয় মানবিক বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী মল্লিকা খাতুন, বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র মহান আলী, ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্রী ফারহানা আক্তারের সঙ্গে। তারা জানায়, কলেজের লেখাপড়ার মান ভালো বলে ভর্তি হয়েছি। কিন্তু শিক্ষক সংকটের কারণে আমরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। কবে যে শিক্ষক এ কলেজে যোগদান করবেন তা আল্লাহ জানেন। শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ও সুধীমহল মনে করেন ২০০৫ সালের ২৪তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এ কলেজে ৭ জন শিক্ষক সরকার নিয়োগ দিয়েছিলেন, তেমনিভাবে আগামী ৩২তম বিসিএসে উত্তীর্ণ শিক্ষকদের মাঝ থেকে এ কলেজে শিক্ষক নিয়োগ দান করলে কলেজটির শিক্ষার মান সমুজ্জ্বল হতো। এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ দেবাশীষ রঞ্জন রায় বলেন, কলেজে যোগদান করাকালেও শিক্ষক সংকট ছিল। সেই থেকে বেশ কয়েকবার স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গসহ মন্ত্রণালয়েও বিষয়টি লিখিতভাবে জানিয়েছি। বর্তমানে শিক্ষক সংকটের কারণে খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে কোন রকমে কলেজের ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছি।